এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র

ভূমিকা

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান এনবিপিএম লি: (নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড)। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীর সন্তানদের সুশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এনবিপিএম হাইস্কুল। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানচিত্রে এক উজ্জ্বল স্থান দখল করে নেয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষায শিক্ষিত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করছে। স্কুলটি এনবিপিএম কলোনির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা স্থানীয় সর্বস্তরের ছাত্র ছাত্রীসহ কলোনিতে বসবাসরত সকল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি চর্চার প্রানকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও কলোনিতে বসবাসকারীদের মধ্যে এক আত্মার বন্ধন বিশেষ অনুভূতির স্থান তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় ২০০২ সালে পেপার মিলটি বন্ধ ঘোষণা করে যা কর্মরত বসবাসকারীদের উপর এক মহা বিপর্যয় নিয়ে আসে। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশান্তির বিষয় হিসেবে প্রাণের স্কুলটি স্বমহিমায় অক্ষুন্ন থাকে। বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলোনি সহ পেপার মিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করায় তাদের প্রয়োজনে স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয় কিন্তু শুধুমাত্র স্কুলটি এখনও অক্ষত আছে। প্রাণের স্কুলটিকে কেন্দ্র করে অনুভূতির জায়গাটাকে অক্ষুন্ন রাখতে এনবিপিএম হাইস্কুলের কয়েকজন প্রাক্তন কৃতি ছাত্রের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ২০২২ সালের ৪ মার্চ এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সকল প্রাক্তন কৃতি ছাত্রের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় - সর্বজনাব মোঃ আমিন-উল-আহসান (কামাল) ১৯৮৩, মোঃ আখতার আনজাম হোসেন (ডন) ১৯৮৪, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১৯৯০, মোঃ রোকনুজ্জামান রুবেল ১৯৯১, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ১৯৯১, মিঞা মোঃ মাহফুজুল করিম (মাহফুজ) ১৯৯৪।

ধারা - ১

নাম: এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' (এনবিপিএমএইচএসএএ)।

ধারা - ২

প্রধান কার্যালয়: অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে-এর শাখা খোলা যাইবে।

ধারা - ৩

বর্তমান ঠিকানা : এনবিপিএম হাইস্কুল পাকশী ,পাবনা।

ধারা - ৪

সংজ্ঞা : বিষয় ও প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অনুরূপ না হইলে এই গঠনতন্ত্রে;

(ক) 'অ্যাসোসিয়েশন' অর্থ এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

(খ) 'অ্যালামনাই' অর্থ এনবিপিএম হাইস্কুলে অধ্যায়ন করেছে এমন যে কোন ছাত্র-ছাত্রী।

(গ) ধারা ও বিধি অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ-বিধিসমূহ।

(ঘ) বৎসর অর্থ ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

(ঙ) সদস্য অর্থাৎ - সাধারণ ও আজীবন সদস্য।

(চ) সম্পত্তি অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ।

ধারা - ৫

আওতা : সমগ্র বাংলাদেশ। অন্যান্য যেকোন দেশে ইহার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাইবে।

ধারা - ৬

মর্যাদা: 'অ্যাসোসিয়েশন' একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংস্থা।

ধারা - ৭

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: এনবিপিএম হাইস্কুল ও এর অ্যালামনাইদের কল্যাণে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে 'অ্যাসোসিয়েশন' পরিচালিত হইবে;

(ক) এনবিপিএম হাইস্কুল-এর ভাবমুর্তি উন্নত করা;

(খ) অ্যালামনাইদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন এবং একে- অন্যকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

(গ) এনবিপিএম হাইস্কুল-এর ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা করা;

(ঘ) সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার জন্য একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশিবির, প্রদর্শনী ও আমোদ ভ্রমণের আয়োজন করা;

(চ) স্কুল প্রাঙ্গনে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, কনফারেন্স সেন্টার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(ছ) নিয়মিত 'বুলেটিন', সাময়িকী, পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা;

(জ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

(ঝ) দেশে ও বিদেশে অ্যালামনাইদের সংগঠন গড়ে তোলা;

(ঞ) এনবিপিএম হাইস্কুল-এর শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

(ট) শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঠ) উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে তথা অ্যালম্যামিটারের প্রতি দায় মোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক এরূপ অন্য সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ধারা - ৮

(ক) নূন্যতম ২১ জন অ্যালামনাই সমন্বয়ে বিদেশে অত্র প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা যাইবে। বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরে শাখাসমূহ খুলিতে হইলে নূন্যতম ৫০ জন এবং জেলা শহরে শাখা খুলিতে হইলে নূন্যতম ২৫ জন অ্যালামনাই থাকিতে হইবে। তবে তাহাদের অবশ্যই এনবিপিএম হাইস্কুলের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য হইতে হইবে।

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখার নাম হইবে, এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন,——— শাখা (স্থানের নাম)।

(গ) শাখাসমূহ নিজ নিজ স্থানে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের জন্য কাজ করিবে।

(ঘ) শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন ও সদস্যদের তালিকা অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিবের বরাবর নিয়মিত প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) শাখার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। তবে, তাঁরা ইচ্ছা করিলে এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ মূল অ্যাসোসিয়েশনেরও সদস্য হইতে পারিবেন।

(চ) এনবিপি এম হাই স্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের চাঁদা সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ/সাধারন সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(ছ) অনুমোদিত প্রকল্প-ব্যয় নির্বাহের জন্য অ্যাসোসিয়েশন শাখাসমূহের নামে অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(জ) অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট কোন কাজে যে কোন শাখা এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর কাছে অর্থ পাঠাইতে পারিবে।

(ঝ) সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কিত বিধানগুলি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখাসমূহের কমিটি ও সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(ঞ) বিদেশস্থ শাখাসমূহ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রের অর্থাৎ এনবিপিএম হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর সহিত সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্বক পরিচালনা করিবে।

(ট) অ্যাসোসিয়েশনের শাখা কার্যনির্বাহী কমিটি-একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন শাখা সম্পাদক, একজন সহকারী শাখা সম্পাদক ও ৬ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

ধারা - ৯

সদস্য : অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত তিন ধরনের সদস্য থাকিবে;

(ক) সাধারণ সদস্য : সাধারণ সদস্যপদ কেবলমাত্র ৪খ. ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

(খ) আজীবন সদস্য: অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য কেবলমাত্র ৪খ. ধারাতে সংজ্ঞায়িত অ্যালামনাইগণের জন্য নির্ধারিত থাকিবে।

(গ) অনারারী সদস্য : কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে সেইসব নন-অ্যালামনাইদের, যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের উন্নয়নে/পরিবর্ধনে সহায়ক, ডোনার, স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গকে অনারারী সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে। তবে,অনারারী সদস্যদের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(ঘ) সদস্য চাঁদা:
১ - নতুন সদস্য ১০০/-(একশত) টাকা।
২ - এক বছরের জন্য ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা।
৩ - পাঁচ বছরের জন্য ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা।
৪ - আজীবন সদস্যের জন্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা।

প্রত্যেক সদস্যকে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি সদস্য কার্ড বা পরিচয় পত্র দেওয়া হইবে।

ধারা - ১০

সদস্যভুক্তির নিয়মাবলী : এনবিপিএম হাইস্কুল-এর যেকোন অ্যালামনাই অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানের বিধি ও নিয়মাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে সাধারন সম্পাদক বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন আবেদন গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখান করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ রাখে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফি প্রদান সাপেক্ষে সদস্য পদ গ্রহণ অথবা নবায়ন করা যাবে।

ধারা - ১১

সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা:

(ক) সাধারণ সভায় উপিস্থিত হওয়া, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রস্তাব পেশ করা।

(খ) বিধি মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দাবি করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব চাওয়া।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের যে কোন কমিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।

(ঘ) ভোট প্রদান করা।

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের কোন প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

(চ) সংগঠনের উন্নয়নের স্বার্থে পরামর্শদান বা নির্বাচন কমিশনে কাজ করা।

ধারা - ১২

সদস্যপদ বাতিল : নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হইবে, যদি কোন সদস্য-

(ক) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন; সদস্যপদ ত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র সাধারন সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এরুপ পদত্যাগপত্র গৃহিত হইলে, সেই সদস্য আর কোনদিন সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

(খ) সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হন;

(গ) যদি মৃত্যুবরণ করেন;

(ঘ) মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন;

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র, বিধি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হন অথবা কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপ অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থহানিকর বা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হন;

(চ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

ধারা - ১৩

বহিষ্কার : কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত বা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কাজ করিলে এবং এতদ্বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ও তাহার প্রাথমিক তদন্তপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তাহার সদস্যপদ স্থগিত এবং অভিযোগ দন্ডে অভিযুক্ত প্রমানিত হইলে তাহাকে বহিস্কার করা যাইবে।

ধারা - ১৪

পুনঃ সদস্যভুক্তি : ধারা ১২ (ক) ব্যতিরিকে যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে তিনি/তাঁহারা কার্যনির্বাহী কমিটির শর্তপুরণ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী সদস্যপদ পুনর্বহালের আবেদন করিলে

কার্যনির্বাহী কমিটি তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পদত্যাগ/ অব্যাহতি/ অনাস্থা/ বহিস্কার/ অপসারণ/ মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে কো-অপশনের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পুরণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ১০০ টাকা পুনঃপ্রবেশ ফি ও বর্তমান বছরের জন্য নির্ধারিত দেয় চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাবে।

ধারা - ১৫

উপদেষ্টামন্ডলী

(ক) এনবিপিএম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয় পদাধিকার বলে NBPMHSAA-এর উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হইবেন। তাছাড়া, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক মহোদয়দের মধ্যে যাঁরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কল্যানে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন তাঁদেরকে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য করা হইবে।

(খ) অ্যালামনাইদের মধ্য হইতে বরেণ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণে অবদান রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরকেই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া যাইবে। এই মনোনয়ন তালিকা এবং উপদেষ্টামন্ডলীর গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী সময়ে সময়ে কার্যনির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত করিবে। যাহা প্রয়োজনবোধে পুর্ণবিন্যাস করা যাইতে পারে।

ধারা - ১৬

সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান

(ক) সভাপতির নির্দেশে সাধারন সম্পাদক দুই সপ্তাহের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করিতে পারিবেন। তবে, বার্ষিক সাধারণ সভা কমপক্ষে এক মাসের নোটিশে আহ্বান করিতে হইবে।

(খ) কোন জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা যে কোন সময়ের নোটিশে আহবান করার জন্য সাধারন সম্পাদক কে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(গ) যেকোনো সদস্য সভাপতি এবং সাধারণ পরিষদের অনুমতিক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব আনিতে পারিবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্ততপক্ষে একবার বৈঠকে বসবেন।

ধারা - ১৭

সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম : সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা তথা কোরাম হইবে নূন্যপক্ষে ৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে, তবে নির্দিষ্ট তারিখে সভার জন্য

নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হন এবং অন্য কোন ঘোষণা না থাকে, উক্ত সাধারণ পরিষদের সভা মুলতবী গণ্য হইবে এবং পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে, একই সময়ে ও একই স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে। মুলতবী সভার পরবর্তী সপ্তাহের অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকিলেও উপস্থিত সদস্যদের লইয়াই সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেইক্ষেত্রে সভায় প্রয়োজনীয় উপস্থিতি আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ সভা যদি সদস্যদের তলবী সাধারণ সভা হয়, তবে অনুপুস্থিতির কারণে ঐ সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা - ১৮

সাধারণ পরিষদের তলবী সভা : সাধারণ পরিষদের নূন্যপক্ষে ৭৫% জন সদস্যের লিখিত তলবীপত্র অনুসারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। তলবীপত্র পাওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করিলে তলবী সভার জন্য পত্রে দস্তখতকারীগণ নিজেরাই যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই কেবল সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি নিস্পত্তি করিবার জন্য সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং উপস্থিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ধারা - ১৯

কার্যনির্বাহী কমিটি

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(খ) অ্যাসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সদস্যগণই কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হইবেন এবং গঠনতন্ত্রের ২৪ ধারা অনুসারে কিংবা পরবর্তীতে অন্য কোন সংশোধন না হইলে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাহাদের পরবর্তী কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে ৩ বৎসর বলবৎ থাকিবে।

(ঘ) মেয়াদ শেষ হইবার নূন্যপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে পরবর্তী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে সভাপতি ১ জন আহ্বায়কসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এই কমিটি ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিবেন। পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা দেওয়ার পর অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ ইনভেনটরি বিবরণসহ দায়িত্বভার প্রদান ও গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপস্থিতি সংখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে।

(চ) কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন বা ভোটে গৃহীত হইবে।

(ছ) কার্যনির্বাহী কমিটিতে নূন্যতম ৩ জন মহিলা সদস্যর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হইবে।

(জ) পদাধিকার বলে সদ্য বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নবগঠিত কমিটিতে সদস্য পদে বহাল হইবে।

ধারা - ২০

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য (মোট ৩১ জন)

- ❖ সভাপতি: ১ জন
- ❖ সহ-সভাপতি (সিনিয়র সহ-সভাপতিসহ): ৩ জন
- ❖ সাধারন সম্পাদক: ১ জন
- ❖ কোষাধ্যক্ষ: ১ জন
- ❖ যুগ্ম সাধারন সম্পাদক: ২ জন
- ❖ সাংগঠনিক সম্পাদক: ১ জন
- ❖ সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক: ১ জন
- ❖ সাংস্কৃতিক সম্পাদক: ১ জন
- ❖ আইসিটি সম্পাদক: ১ জন
- ❖ প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক: ১ জন
- ❖ শিক্ষা, ক্রীড়া ও পাঠাগার সম্পাদক: ১ জন
- ❖ দপ্তর সম্পাদক: ১ জন
- ❖ নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য: ১৪ জন
- ❖ পদাধিকার বলে সদ্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক: ২ জন

ধারা - ২১

কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(ক) শূন্যপদ/নৈমিত্তিক শূন্যপদে সদস্য/কর্মকর্তা নিয়োগ দান;

(খ) কমিটির মধ্য হইতে নৈমিত্তিক শূন্যপদে কর্মকর্তা নির্বাচন;

(গ) কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিটির ভিতরের অথবা বাহিরের সদস্যদের লইয়া স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন; তবে শর্ত থাকে যে, এ ধরনের স্ট্যান্ডিং কমিটির বিবেচনার জন্য বিষয়াবলী স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইবে এবং ইহাতে এক বা একাধিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকিবেন; সাব-কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে যেকোন একজন চেয়ারম্যান/আহ্বায়ক হইবেন এবং একজন সদস্য কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। গঠিত কমিটি শুধুমাত্র নির্ধারিত বিষয়াবলীর জন্যই কাজ করিবে;

(ঘ) গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন সব ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যা গঠনতন্ত্র ও বিধির পরিপন্থি নয় অথচ স্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহে লিপিবদ্ধ নাই;

(ঙ) নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(চ) হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে;

(ছ) অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইহার সার্বিক উন্নয়ন ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করিবে;

(জ) কার্যনির্বাহী কমিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও জরুরি সাধারণ সভার সময়, তারিখ, স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করিবে;

(ঝ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় খরচ অনুমোদন করিবে;

(ঞ) উপদেষ্টামন্ডলী মনোনীত এবং এর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে;

(ট) অ্যাসোসিয়েশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ উপ-পরিষদ গঠন করিবে;

(ঠ) অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবে;

(ড) অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়োগের শর্তাদি অনুমোদন করিবে;

(ঢ) সকল নতুন সদস্যদের আবেদনপত্র বিবেচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন করিবে;

(ণ) প্রবেশ ফি এবং আজীবন সদস্যদের চাঁদার হার কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ত) ঢাকায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দু'টি জাতীয় দৈনিক (একটি হইবে বাংলা) পত্রিকায় অথবা অ্যালামনাই এর ওয়েবসাইটে অথবা অ্যালামনাই এর সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সাধারণ সভার নোটিশের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে এরূপ নোটিশে তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ থাকিবে। এই নোটিশ উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে;

(থ) কার্যনির্বাহী কমিটির নৈমিত্তিক শূন্যপদ ও বিশেষ বৈঠকে সৃষ্ট নতুন পদসমূহ পুরণের ক্ষমতা কমিটির হাতে ন্যস্ত থাকিবে, এভাবে শূন্যপদে মনোনীত/নির্বাচিত সদস্য/কর্মকর্তা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত স্বীয় পদে আসীন থাকিবেন এবং এর শূন্যপদের বিষয়টি অ্যাজেন্ডাভুক্ত করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে অনুরূপ শূন্যপদ পুরণ করিতে হইবে।

(দ) তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠরূপে সম্পাদনের জন্য উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে উক্ত উপ-বিধি গঠনতন্ত্রের সাথে অসামঞ্জস্য এবং অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারিবে না। আরও শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটি প্রণীত উপ-বিধি পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

ধারা - ২২

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১) সভাপতি

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হইবেন;

(খ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; এবং সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন;

(গ) তিনি সভার প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করিবেন;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে তিনি গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারার ব্যাখ্যা/সিদ্ধান্ত দিবেন এবং তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) সমানসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন।

(চ) জরুরি প্রয়োজনে নূন্যপক্ষে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে যে কোন সময় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকিতে পারিবেন।

(ছ) অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে যে কোন দায়িত্ব পালন সহ নতুন নতুন গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহন পূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করিবেন।

(২) সহ-সভাপতি

(ক) সাধারণভাবে সভাপতিকে সার্বিক কাজে সহায়তা করিবেন;

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে সিনিয়রিটির ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) মেয়াদপূর্তির আগে কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যকে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে নির্বাচন করা যাইতে পারে।

(৩) সাধারন সম্পাদক

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) সভাপতির পরামর্শক্রমে সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ পূর্বক তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় সভা আহ্বান করিবেন;

(গ) সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিবেন;

(ঘ) সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও অডিট রিপোর্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে ও সাধারণ সভায় পেশ করিবেন;

(ঙ) সভাপতির পরামর্শক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোন অনুমোদিত দলিল ও চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করিবেন তবে প্রয়োজন হইলে বিশেষ ক্ষেত্রে সভাপতি এই ধরনের চুক্তি কিংবা দলিল সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করিতে পারিবেন;

(ছ) সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে বিভাগীয় সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলী সমন্বয় করিবেন;

(জ) সম্পাদকবৃন্দকে তাঁহাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারিবেন;

(ঝ) সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারন সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর ও যৌক্তিক পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঞ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক রির্পোট/রির্টার্ণ দাখিল করিবেন;

(ট) কমিটির অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ঠ) সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারন সম্পাদক সাত দিনের নোটিশে কিংবা প্রয়োজনানুসারে জরুরি অন্যান্য সভাসহ কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত সভা আহ্বান করিবেন।

(ড) অ্যাসোসিয়েশনের একটি সিলমোহর থাকবে যা সাধারন সম্পাদক সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) কোষাধ্যক্ষ

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য তাহা পেশ করিবেন;

(খ) নির্ধারিত ব্যাংকে অ্যাসোসিয়েশনের টাকা রাখার বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বার্ষিক রিপোর্ট আকারে সাধারণ সভায় পেশের জন্য সময়মত তৈরি করিয়া দিবেন এবং বার্ষিক অডিট করাইবেন;

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করিবেন;

(ঙ) সদস্যদের চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান আদায়ের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(চ) চাঁদা আদায়ের রশিদ বই, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার বই, চেক বই, অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রকার হিসাবপত্র, বিল-ভাউচার ও হিসাব সংক্রান-অন্যান্য সকল কাগজপত্র তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

(ছ) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় যথাসম্ভব চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করিবেন;

(জ) অ্যাসোসিয়েশনের জরুরি ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারন সম্পাদকের জ্ঞাতসারে তিনি সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নিজের কাছে নগদ রাখিতে পারিবেন;

(ঝ) প্রচলিত হিসাব বিজ্ঞানের সকল আধুনিক হিসাবরক্ষণ নীতি অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যা কোষাধ্যক্ষ'র তদারকিতে পরিচালিত হইবে।

(৫) যুগ্ম- সাধারন সম্পাদক

(ক) যুগ্ম-সাধারন সম্পাদকগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যে সাধারন সম্পাদককে সর্বোতভাবে সহযোগিতা ও সহায়তা করিবেন এবং প্রয়োজনে সাধারন সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন। প্রত্যেক সভায় কার্য বিবরণীর খসড়া সাধারন সম্পাদকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করিবেন। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় অফিস রেকর্ড ইত্যাদি যথেষ্টভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। দুই যুগ্ম-সাধারন সম্পাদকের মধ্যে সাধারন সম্পাদক কর্তৃক বণ্টনকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) সাংগঠনিক সম্পাদক

(ক) তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন;

(খ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ড সমপ্রসারণ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করার জন্য এনবিপিএম হাইস্কুলের অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাইবেন;

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠনের বিষয়ে তিনি মতামত দিবেন ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(৭) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাময়িকী/মুখপাত্র ইত্যাদি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের সাথে সমন্বয়পূর্বক সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন।

(৮) সাংস্কৃতিক সম্পাদক

অ্যাসোসিয়েশনের সকল বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি, যেমন- সংগীত, নাটক, নৃত্য, ক্রীড়া ইত্যকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৯) আইসিটি সম্পাদক

ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, রক্ষণাবেক্ষণ সহ আইসিটি সংক্রান্ত সকল কাজ পরিচালনা করবেন।

(১০) প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক

এনবিপিএম হাইস্কুলের অ্যালামনাইদের মধ্যে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচিসমূহ প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/ কর্মসূচির আয়োজন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের অনুকূলে সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন। বিশেষ বাহক মারফত, ডাকযোগে অথবা খবরের কাগজের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(১১) শিক্ষা, ক্রীড়া ও পাঠাগার সম্পাদক

শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করিবেন।

(১২) দপ্তর সম্পাদক

সাধারন সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করিবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট তৈরি করিবেন এবং তাহা সংরক্ষণ করিবেন।

(১৩) কার্যনির্বাহী সদস্য

(ক) সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) সাধারন সম্পাদক বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করিবেন।

ধারা - ২৩

কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন

(ক) সাধারণ ও জীবন সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কিংবা সর্বসম্মতিক্রমে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং উক্ত কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দান করিবেন।

(গ) নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী কমিটির সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের অন্তত এক মাস পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন।

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের সকল বৈধ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন। তবে আসন্ন নির্বাচনের অন্তত এক মাস পূর্বে যাহারা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হইবেন, কেবল তাহারাই নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(চ) যে কোন পদের প্রার্থী হইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ভোটার হইতে হইবে।

(ছ) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে।

(জ) প্যানেলে যুক্তভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে যে কোন পদে যে কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবেন। তবে এক ব্যক্তি যুগপৎ একের অধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(ঝ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঞ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ২১ দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে অডিট ও ইনভেনটরিসহ দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

ধারা - ২৪

অনাস্থা প্রস্থাব

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্থাবের জন্য কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করিবেন। নোটিশ প্রাপ্তির পর সভাপতি সাধারণ

সভা আহ্বান করিবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনাস্থা প্রস্থাব পাস হইবে।

(খ) অনাস্থা প্রস্থাব পাস হইলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের অথবা শূন্যপদ পুরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) অনাস্থা প্রস্থাবের নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহ্বান না করিলে অনাস্থা প্রস্থাব কারীগণ নিজেরাই সাত দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্থাব পাস হইলে উক্ত সভায় কমপক্ষে পাঁচজন সদস্যের একটি অন্তর্বতীকালীন বা কেয়ারটেকার কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ধারা - ২৫

পদত্যাগ : কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা/সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি কারণ উল্লেখ পূর্বক সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র পেশ করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা - ২৬

অব্যাহতি : কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কার্যনির্বাহী কমিটির কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্য দ্বারা অ্যাসোসিয়েশনের নির্ধারিত কাজ বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে কমিটি উক্ত কর্মকর্তা ও সদস্যকে নোটিশ দিবেন এবং পরবর্তী কালে দুই- তৃতীয়াংশ ভোটে উক্ত কর্মকর্তা বা সদস্যকে নিজ দায়িত্ব হইতে বা নির্বাহী কমিটির সাধারণ সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হইলে তাহাকে ৭ দিনের নোটিশে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিয়া তার জবাব প্রাপ্তির পর উপ-কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি অব্যাহতির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্যের কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ধারা - ২৭

বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ : বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদিত হইবে

(ক) সাধারন সম্পাদক কর্তৃক প্রণীত ও কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনা;

(খ) বিগত বছরের 'অডিট রিপোর্ট' বিবেচনা ও হিসাব নিকাশ অনুমোদন;

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্থাবিত ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট অনুমোদন;

(ঘ) ধারা-২৩ অনুসারে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র ও বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন ও অনুমোদন;

(চ) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা।

(ছ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে। সমান সমান ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি কাস্টিং বা নির্ধারণী ভোট দিতে পারিবেন।

ধারা - ২৮

তহবিল : তহবিলসহ সকল সম্পত্তি অ্যাসোসিয়েশনের নামে অর্জিত, স্বীকৃত ও পরিচালিত হইবে এবং তাহা অ্যাসোসিয়েশনের নিকট ন্যাস্ত থাকিবে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার হইতে অনুদান লইয়া অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল গঠিত হইবে। অ্যাসোসিয়েশনের এই তহবিলের অর্থ কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন তফসিলী ব্যাংক (ব্যাংকসমূহে অথবা ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্পে অথবা লিজিং কোম্পানী, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র কিংবা অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে) জমা রাখিবেন। তবে, বার্ষিক সাধারণ সভায় এই সমস্ত তহবিলের অবস্থান অবহিত করিতে হইবে।

ধারা - ২৯

তহবিলসমূহ

(ক) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জিত অর্থ বিশেষ তহবিলে জমা রাখিতে হইবে।

(খ) সকল জীবন সদস্যের চাঁদা ডিউটি তহবিলে জমা হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি চলতি বছরের অর্জিত চাঁদার অনধিক শতকরা ৫০ ভাগ সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর করিতে পারিবে (স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক ঋণ হিসাবে)।

(গ) প্রবেশ ফি, বার্ষিক চাঁদা ও বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত অর্থসমূহ সাধারণ তহবিলে জমা হইবে।

(ঘ) জীবন সদস্য ব্যতীত সকল সদস্যকে প্রত্যেক বৎসরের বার্ষিক চাঁদা অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে।

ধারা - ৩০

বিনিয়োগ: অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী কমিটি সমীচিন মনে করিলে ডিউটি তহবিলের টাকা সরকারি সিকিউরিটি, সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ধারা - ৩১

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা: অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবসমূহ কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারন সম্পাদক অথবা সভাপতি-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। কোন কারণে কোষাধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে বাকী দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে চলবে।

ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য চেকে সাক্ষরতাদের নমুনা স্বাক্ষর সভাপতি কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের সিলমোহর সত্যায়িত হতে হবে।

ধারা - ৩২

হিসাব নিরীক্ষা : সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা কর্তৃক নিয়োগকৃত হিসাব নিরীক্ষকের দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাইয়া কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অথবা সাধারন সম্পাদক তাহা বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

ধারা - ৩৩

গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

(ক) গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব কেবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় বিবেচিত হইবে।

(খ) এরূপ প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটি বা যে কোন সদস্য সংশোধনের জন্য উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(গ) কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিবেচিত হইবে এবং কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাদের মতামতসহ বিবেচনার জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে।

(ঘ) এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংকোচন, সংযোজন বা রদবদলের প্রয়োজন হইলে সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

(ঙ) সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গঠনতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা - ৩৪

বিলুপ্তি : অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে অ্যাসোসিয়েশনের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার পর অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্তি হইবে অথবা যদি ক্রমাগত তিন বছর ধরিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা এত কম হয়, যাহা নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়,তবে এসোসিয়েশন অবলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা - ৩৫

বিলুপ্ত অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তি : অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্ত হইলে, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত না থাকিলে অত্র অ্যাসোসিয়েশনের সকল দায়মুক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এনবিপিএম হাইস্কুল -এর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা - ৩৬

নির্ভরযোগ্য পাঠ: বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।